বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগর সমাজ
Rural and Urban Society of Bangladesh

ইউনিট ৬

সমাজ এবং সমাজ কাঠামোর প্রধান দু'টি রূপ হচ্ছে গ্রামীণ ও নগর সমাজ। সভ্যতার সূচনা হয়েছে গ্রামীণ সমাজকে কেন্দ্র করে যা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়েছে নগর সমাজের মাধ্যমে। গ্রামীণ সমাজ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ধারক। অন্যদিকে নগর সমাজ হচ্ছে আধুনিক শিল্পোৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আধুনিক সেবাখাতের প্রসারের মাধ্যমে শহুরে জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের নিয়ামক। গ্রামীণ সমাজ ঐতিহ্যকে লালন করে। নগর সমাজ শিক্ষা ও আধুনিকতার পৃষ্ঠপোষক। বাংলাদেশের প্রাণ হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ। এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, নীতিবোধ, সামাজিক প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা, সংস্কৃতি, পেশা, জীবন-জীবিকা সবকিছু গ্রামীণ সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ ভাগ বাস করেন গ্রামে। সেদিক থেকে গ্রামীণ সমাজ অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে নগর সমাজের বিকাশ শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৫ম থেকে ২য় শতাব্দীতে। মধ্যপ্রাচ্যের মেসোপটেমিয়া (ইরাক), পারস্য (ইরান) এবং মিশরে নগরের গোড়াপত্তন ঘটে। ক্রমান্বয়ে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল, ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকায়ও নগর সভ্যতা বিকশিত হয়। শিক্ষা, প্রশাসন, শিল্পায়ন এবং প্রগতিশীল ও আধুনিকতা চিন্তাধারা নগর সমাজের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের প্রায় ৩৫ শতাংশ মানুষ এখন শহরে বসবাস করে। গ্রামীণ ও নগর সমাজের পার্থক্য কেবল এর উৎপাদন ব্যবস্থায় নয়; সামগ্রিক জীবনমান ও জীবনযাত্রার ভিন্নতাই গ্রামীণ ও নগর সমাজের পার্থক্য তৈরি করে। গ্রামীণ ও নগর সমাজের সামাজিক শ্রেণি, স্তরবিন্যাস, ক্ষমতা কাঠামো যেমন পৃথক, তেমনি আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক, জীবন-জীবিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৬ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৬.১ বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো
পাঠ- ৬.২ বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ এবং এর সামাজিক স্তরবিন্যাস
পাঠ- ৬.৩ গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতাকাঠামো
পাঠ- ৬.৪ বাংলাদেশের নগর সমাজ
পাঠ- ৬.৫ নগর সমাজের স্তরবিন্যাস ও ক্ষমতাকাঠামো
পাঠ- ৬.৬ গ্রাম ও নগর সমাজের তুলনামূলক চিত্র

পাঠ-৬.১ বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো
Social Structure of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	সমাজ কাঠামো, দল, প্রতিষ্ঠান, উপাদান, উৎপাদন ব্যবস্থা, পরিবার, অর্থনীতি।

সমাজের কাঠামো গঠিত হয় সমাজের মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে, যার উপর ভিত্তি করে সমাজ টিকে থাকে এবং যেসব উপাদানের মাধ্যমে আমরা সমাজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি সেগুলোর সমন্বিত রূপ হচ্ছে সমাজ কাঠামো। সমাজবিজ্ঞানে 'সমাজ কাঠামো' (Social structure) প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞান হার্বার্ট স্পেন্সার।

সমাজ কাঠামো সম্পর্কে রেডক্লিফ ব্রাউন (Radcliffe Brown, 1950) বলেছেন, সমাজ কাঠামোর উপাদান হচ্ছে মানব সম্প্রদায় এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন সম্পর্ক।

সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞায় মরিস জিন্সবার্গ বলেছেন, সমাজ কাঠামোর অধ্যয়ন হচ্ছে সামাজিক সংগঠনসমূহের প্রধান প্রধান রূপ। সামাজিক সংগঠনের ভিতরে রয়েছে সামাজিক গোষ্ঠী, সংঘ, সমিতি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এসবের জটিল রূপই হচ্ছে সমাজ কাঠামো। (The study of social structure is concerned with the principal forms of social organisations i.e. types of groups, association and institutions and the complex of these which constitute society.)

মার্ক্স ও তাঁর অনুসারীরা বলেন, সমাজ কাঠামোর প্রধান দু'টি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে সমাজের মৌল ভিত্তি (Basic structure) অন্যটি উপরি কাঠামো (Super structure)। মৌল কাঠামো হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক বিষয় বা উৎপাদন ব্যবস্থা। আর উপরিকাঠামো হচ্ছে সমাজের রাষ্ট্র, আইন, সরকার, প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি। এ মৌল কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর সমন্বয়েই তৈরি হয় সমাজ কাঠামো।

বস্তুত সমাজ কাঠামো হচ্ছে সমাজের মৌল উপাদানের সমষ্টি। সমাজ কাঠামোই মূলত সমাজকে দৃশ্যমান এবং কার্যকর করে তোলে। সমাজের অর্থনৈতিক ও উৎপাদান ব্যবস্থা, পরিবার ও সামাজিক সম্পর্ক, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক পরিচয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদির সমন্বয়ে সামাজিক কাঠামো তৈরি হয়।

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো এবং এর উপাদানসমূহ

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো গ্রামীণ ও নগর সমাজের সমন্বিত রূপ। এখানে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি আধুনিক শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাও কার্যকর অবদান রাখছে। সেবাখাতের ক্রমবর্ধমান বিকাশও বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিবেচনা করে অনেকে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোকে 'আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা পুঁজিবাদী' বলে অভিহিত করে থাকেন। এখানে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর প্রধান প্রধান উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১) **কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা। আবহমান কাল থেকে এদেশের মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিতে খোরাকি উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটেছে। যদিও জিডিপি'তে কৃষির অবদান এবং কৃষিখাতে শ্রমশক্তির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষির অবদান এখনো অপরিসীম।

২) **ক্রমবর্ধমান শিল্পোৎপাদনঃ** কৃষির পাশাপাশি দেশের শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। দেশের মোট শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ শিল্পখাতে নিয়োজিত। জিডিপি'তেও শিল্পের অবদান উত্তরত্তোর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে তাই বাংলাদেশের সমাজ বর্তমান কাঠামোর অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা।

৩) **বিকাশমান সেবাখাতঃ** অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং আধুনিকায়ন দেশের সেবাখাত বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক যোগাযোগ, তথ্য প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবাখাত ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। পেশা, আয়-উপার্জন, দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থা প্রভৃতি সেবাখাত দ্বারা প্রভাবিত।

৪) **ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদ ও সম্প্রসারমান পুঁজিবাদঃ** জবাবদিহিমূলক গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন সামন্তবাদী ব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণাকে ক্রমশ বিলুপ্তির পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে পুঁজিবাদ। ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থা, মানুষের বৈষয়িক চিন্তা-ভাবনা, শ্রেণি শোষণ ও বৈষম্য প্রতিটি ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। 'সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পুঁজিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তর' বাংলাদেশের বর্তমান সমাজ কাঠামোর এক অনিবার্য বাস্তবতা।

৫) **সম্প্রসারমান বাজার ব্যবস্থাঃ** পুঁজিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভাবে বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা ক্রমশ সম্প্রসারিত ও বিকশিত হচ্ছে। শিল্পের কাঁচামাল, উৎপাদিত দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, সেবা, জনশক্তি সবকিছু এখন বাজারের পণ্য। গ্রাম থেকে শহর, জাতীয় থেকে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো এক এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

৬) **প্রভাবশালী মুদ্রা অর্থনীতিঃ** পুঁজিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বাজার ব্যবস্থার প্রভাবে বাংলাদেশের মুদ্রা অর্থনীতি অনেক বেশি শক্তিশালী। সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি, সম্মান ও মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা, নেতৃত্ব অধিকারের অন্যতম উপাদান অর্থবিত্ত বা নগদ টাকা। এমনকি স্বাস্থ্য, শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রেও মুদ্রা অর্থনীতির ভূমিকা রয়েছে।

৭) **ধনী-দরিদ্র বৈষম্যঃ** বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য। দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ধনী আরো ধনী হচ্ছে; দরিদ্র হচ্ছে আরো নিঃস্ব। সবার মাথাপিছু গড় আয় বাড়ছে। কিন্তু ধনীর আয় দরিদ্র মানুষের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। ফলে ধনীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পাশেই ছিন্নমূল মানুষের বসবাস পরিলক্ষিত হয়।

৮) **অনু পরিবার ব্যবস্থাঃ** বাংলাদেশের ভিত্ হচ্ছে বর্ধিত ও যৌথ পরিবার। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের অনিবার্য ফল হচ্ছে অনু পরিবার। গ্রাম কিংবা শহর, শিক্ষিত কিংবা নিরক্ষর, কৃষক, শ্রমিক কিংবা পেশাজীবী সবাই অনু পরিবারের অংশ। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো থেকে যৌথ পরিবার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং স্থান করে নিয়েছে অনু পরিবার।

৯) **উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণিঃ** শিক্ষা, শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হচ্ছে। নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী এবং শিক্ষিত-সচেতন জনগোষ্ঠী মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সমৃদ্ধ করছে। জনমত গঠন, নীতি নির্ধারণ, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১০) **সচেতন রাজনৈতিক শ্রেণিঃ** শিক্ষা ও গণমাধ্যমের বিকাশ দেশে সচেতন রাজনৈতিক শ্রেণি তৈরি করছে। রাজনৈতিক চেতনা, আদর্শ এবং চর্চা এখন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

১১) **কর্মক্ষম যুব সমাজঃ** দেশের মোট জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশ কর্মক্ষম যুব সমাজ। এরা দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই যুব সমাজের কারণেই দেশের ষোল কোটি মানুষ 'সমস্যা' না হয়ে আজ 'সম্পদ' বলে পরিগণিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম।

১২) **অধিকার সচেতন নারী সমাজঃ** সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশের নারী সমাজ দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষা ও সচেতনায় অনগ্রসর ছিল। কিন্তু বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় নারী সমাজ শিক্ষিত এবং অধিকার সচেতন। বাল্যবিবাহ এবং যৌতুক প্রথা রোধ, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সম্পদের মালিকানা এবং ক্ষমতায়ন নারী সমাজকে বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত করেছে।

১৩) গ্রামীণ ও নগর সমাজের নৈকট্যঃ বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় এখন গ্রামীণ ও নগর সমাজের ব্যবধান অনেক হ্রাস পেয়েছে। ভৌত ও তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, গণমাধ্যম, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি নগর ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করছে। গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক ক্রমশ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে এর দৃশ্যমান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর উপাদানসমূহ চিহ্নিত করুন। সময়ঃ ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজকে জানা এবং উপলব্ধি করার মূলসূত্র হচ্ছে এর কাঠামো। সমাজের প্রধান প্রধান দল, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন ব্যবস্থা, আচরণবিধি ইত্যাদির সমন্বয় হচ্ছে সামাজিক কাঠামো। বাংলাদেশের সামজ কাঠামো বুঝতে হলে এর বিভিন্ন উপাদানকে জানতে হবে। বস্তুত কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান শিল্পোৎপাদন, বিকাশমান সেবাখাত, ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদ ও সম্প্রসারমান পুঁজিবাদ, বিকাশমান বাজার ব্যবস্থা, প্রভাবশালী মুদ্রা অর্থনীতি, বর্ধিত ও যৌথ পরিবারের পরিবর্তে অনু পরিবারের সৃষ্টি, উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণি, সচেতন রাজনৈতিক শ্রেণির সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজ কাঠামো হচ্ছে মৌল কাঠামো এবং উপরি কাঠামোর সমষ্টি– কার অভিমত?

(ক) ম্যাকাইভার (খ) কার্ল মার্কস
(গ) অগাস্ট কোঁতে (ঘ) হার্বার্ট স্পেনসার

২। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর উপাদান হচ্ছে–

(i) কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা
(ii) উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণি
(iii) আমলাতন্ত্র

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.২ বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ এবং এর সামাজিক স্তরবিন্যাস
Rural Society of Bangladesh and Its Social Stratification

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- গ্রামীণ সমাজে স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গ্রামীণ সমাজ, সামাজিক স্তরবিন্যাস, ভূমি, কৃষি, বংশ, বর্ণ, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, শিক্ষা কৃষি বহির্ভুত পেশা।

গ্রামীণ সমাজ

বৈশিষ্ট্যগত কারণেই গ্রামীণ সমাজ অন্য যেকোনো সমাজ থেকে আলাদা। বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশ প্রধানত গ্রামনির্ভর জনপদ। যুগ যুগ ধরে এখানে গ্রাম-সমাজ টিকে ছিলো অপরিবর্তিত রূপে। গ্রামীণ সমাজের মূল ভিত্তি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়। গ্রামের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ নিজেরাই উৎপাদন করতো। ফলে বাইরের গ্রাম বা শহরের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিল খুবই সীমিত। গ্রামীণ সমাজ বলতে মূলত কৃষিকাজ ও কৃষক সমাজ নিয়ে গঠিত জনপদকে বুঝায়। চাষযোগ্য জমি, কৃষকের উঠান, লাঙ্গল-জোয়ালসহ চাষীর মাঠে গমন, আঁকা-বাঁকা কাঁচা সড়ক কিংবা ছোট নদী আর গাছ-গাছালি, স্নেহ-ছায়া ও পাখ-পাখালির কল-কূজনে মুখরিত গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ি ঘর নিয়ে গ্রাম গড়ে ওঠে। এ গ্রামের আদিবাসীরা যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে তা-ই মূলত গ্রামীণ সমাজ। গ্রামে শহরের তুলনায় জনবসতির ঘনত্ব কম। Nelson তাঁর *Rural Sociology* গ্রন্থে বলেছেন, "পরিসংখ্যানগত দিক থেকে গ্রাম হচ্ছে সে জনপদ যার জনসংখ্যা ২৫০০ জনের কম।"

গ্রামীণ সমাজ হচ্ছে শহরের যান্ত্রিক সভ্যতা থেকে দূরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ; যেখানে রয়েছে চারদিকে আবাদযোগ্য জমি, বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, স্বল্প ঘনত্বের কৃষি নির্ভর জনবসতি, মোটামুটি দূরত্ব বজায় রেখে একটার পর একটা বাড়ি (Homestead), প্রতিটা বাড়িতে বাস করে এক বা অনেকগুলো পরিবার (Household)। অন্য গ্রাম থেকে সনাক্তকরণের জন্য প্রতিটি গ্রামেরই রয়েছে নিজস্ব নাম ও সুনির্দিষ্ট পরিসীমা। গ্রামের জনসমষ্টির মধ্যে সম্প্রদায়ের মত স্বতন্ত্র মূল্যবোধ, গ্রামীণ চেতনা, নিজস্বতা, পৃথক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। গ্রামের আদিবাসীদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত সমাজই গ্রামীণ সমাজ বলে বিবেচিত হয়।

গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য

গ্রামীণ সমাজ কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এদের পরিবর্তনও হয়ে থাকে। গ্রামীণ সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে: ক) জনসংখ্যার স্বল্প ঘনত্ব, খ) স্বল্প মাত্রার সামাজিক স্তরবিন্যাস, গ) সামাজিক গতিশীলতা কম, ঘ) মন্থর গতির সামাজিক পরিবর্তন, ঙ) কৃষিপ্রধান জীবন ব্যবস্থা চ) ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আধিপত্য, ছ) স্বতন্ত্র ক্ষমতা কাঠামো ও শ্রেণি কাঠামো, জ) সুদৃঢ় জ্ঞাতি সম্পর্ক, ঝ) স্বল্পমাত্রার প্রযুক্তি, ঞ) যৌথ পরিবারের প্রচলন। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ পরিবেশ ও সমাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

সামাজিক স্তরবিন্যাস

সামাজিক স্তরবিন্যাসের মূলে রয়েছে সমাজের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান অসমতা। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ, সামাজিক অবস্থান, সম্মান এবং পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে সামাজিক অসমতা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সামাজিক অসমতা হলো সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে ভিন্নতা তৈরির এমন একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা সামাজিক

মান-মর্যাদা, যশ ,খ্যাতি, বিত্ত-বৈভব ইত্যাদি বিকশিত হয় ও ব্যক্তি সমাজে একটি নির্দিষ্ট পরিচিতি লাভ করে। সামাজিক অসমতা তীব্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করলে আমরা তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে পারি। সমাজস্থ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে উঁচু-নীচু পর্যায়ে বিভক্ত করাকেই সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে। অর্থাৎ সামাজিক স্তরবিন্যাস হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা সমাজের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে উঁচু ও নিচু স্তরে বিভক্ত করা যায়। P. Sorokin বলেছেন, সকল স্থায়ী ও সংগঠিত গোষ্ঠী স্তরবিন্যস্ত। সদস্যদের ভেতর বিদ্যমান প্রকৃত সমতাসম্পন্ন স্তরবিহীন সমাজ একটি অলীক কল্পনামাত্র, যা মানব জাতির ইতিহাসে কখনো বাস্তবায়িত হবে না।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংজ্ঞা

স্তরবিন্যাস (Stratification) শব্দটি মৃত্তিকা বিজ্ঞান থেকে এসেছে। ভূ-গঠনে মাটির বিভিন্ন স্তরের ন্যায় সমাজের মানুষও বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তরে বিভক্ত। নানা উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের মানুষের মধ্যে যে উঁচু-নীচু বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় সাধারণ অর্থে তাকে সামাজিক স্তরবিন্যাস বলে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন: জিসবার্ট (Gisbert) তাঁর *'Fundamentals of Sociology'* গ্রন্থে বলেছেন, "সমাজকে একটি স্থায়ী দল বা প্রকরণে বিভক্ত করাই হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাস যেখানে একে অন্যের সাথে মানের উচ্চক্রম এবং নিম্নক্রমের ভিত্তিতে সম্পর্কিত।" সামাজিক স্তরবিন্যাসের আলোকে সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ছাড়াও শাসক, শোষিত, মালিক–শ্রমিক, ধনী–দরিদ্র ইত্যাদি পার্থক্যমূলক শ্রেণি বা গোষ্ঠী দেখা যায়।

ডেভিস ও মুর (Davis and Moore) মনে করেন, সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে সমাজের মানুষের মধ্যে বিভক্তি। এর মূলে রয়েছে মানুষের বিভিন্ন কর্মপ্রক্রিয়া। অর্থাৎ কে কী কাজ করে তার আলোকে সমাজে যে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয় তা-ই সামাজিক স্তরবিন্যাস। তাঁদের মতে, "স্তরবিন্যাস হচ্ছে সর্বজনীন ও চিরন্তন। কেননা এটি সবকল সমাজের সদস্যদেরকে নানা পদমর্যাদায় বিভক্তির মাধ্যমে শ্রমবিভাজন সৃষ্টি করে।"

পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন উপাদান এবং সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার ভিত্তিতে সমাজের সদস্যদের মধ্যে যে পার্থক্য এবং ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয় তাই সামাজিক স্তরবিন্যাস। এখানে সামাজিক ভিন্নতা, অসমতা এবং পার্থক্য স্থায়ী, প্রতিষ্ঠিত এবং কাঠামোবদ্ধরূপ পরিগ্রহ করে।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন

সমাজবিজ্ঞানীরা সাধারণত সামাজিক স্তরবিন্যাসের চারটি ধরনের উল্লেখ করে থাকেন। এগুলো হচ্ছে:

১) **দাস ব্যবস্থা (Slavery):** সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রথম ধরন হচ্ছে দাস ব্যবস্থা। এখানে সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে দাস এবং দাস মালিকের মধ্যে।

২) **এস্টেট (Estate):** মধ্যযুগের সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তি হচ্ছে এস্টেট। এটি সামন্ত ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এখানে সামন্ত প্রভু এবং ভূমিদাস ছাড়াও বেশকিছু মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে স্তরবিন্যাস বিদ্যমান ছিল।

৩) **বর্ণপ্রথা (Caste system):** বর্ণপ্রথা হচ্ছে ভারতীয় সমাজের হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রচলিত স্তরবিন্যাস। বর্ণপ্রথায় প্রধানত চারটি পৃথক বর্ণের মধ্যে স্তরবিন্যাস রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: ক) ব্রাহ্মণ খ) ক্ষত্রীয় গ) বৈশ্য এবং ঘ) শূদ্র।

৪) **সামাজিক শ্রেণি (Social class):** আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের স্তরবিন্যাসে শ্রেণি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেশা, সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাস: সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপর্যুক্ত ধরনগুলো চিরন্তন ও সর্বজনীন। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসে নিজস্ব কিছু উপাদান রয়েছে যার ভিত্তিতে এখানে নানা ধরনের সামাজিক শ্রেণি ও স্তরবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক) **ভূমি ও কৃষিভিত্তিক স্তরবিন্যাস:** গ্রামীণ সমাজে ভূমি ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে কতগুলো শ্রেণি তৈরি হয়। এসব শ্রেণির মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবধান বা অসমতা রয়েছে। এর ভিত্তিতে তৈরি হয় গ্রামীণ সমাজের ভূমি ও কৃষিভিত্তিক স্তরবিন্যাস। এখানকার ক্রমোচ্চ শ্রেণিগুলো হচ্ছে:

১) *ভূমিহীন দিনমজুর/কৃষিমজুর:* গ্রামীণ সমাজের ৪৭.৫ শতাংশ মানুষ ভূমিহীন (বিবিএস ২০১০)। এদের একটি বড় অংশ কৃষিমজুর বা দিনমজুর হিসেবে জীবীকা নির্বাহ করেন। এদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পদ নেই। যে কারণে তারা সমাজে কোনো উঁচু পদমর্যাদা ভোগ করেন না। তারা মূলত স্বল্প মজুরিতে ধনী ও মাঝারি কৃষকের জমিতে শ্রম বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন।

২) *প্রান্তিক চাষী:* প্রান্তিক চাষীরা স্বল্প ভূমির মালিক এবং তারা অন্যের জমি চাষাবাদ করে। নিজের আবাদী জমিতেই তারা তাদের শ্রম বিনিয়োগ করেন। গ্রামীণ সমাজে এ ধরনের মানুষের সংখ্যা ভূমিহীনের পরে।

৩) *ক্ষুদ্র চাষী:* প্রান্তিক চাষীদের পরই ক্ষুদ্র চাষীদের অবস্থান। যারা নিজের জমি ছাড়াও অন্যের জমি চাষাবাদ করে জীবীকা নির্বাহ করেন। প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষীকে বর্গা চাষী বলেও উল্লেখ করা হয়।

৪) *মাঝারি কৃষক:* যে কৃষকের ধনী কৃষকের তুলনায় কম জমি আছে, যেখানে চাষাবাদের মাধ্যমে তার পরিবারের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব তাকে মাঝারি কৃষক বলে। গ্রামীণ সমাজে এ ধরনের কৃষকের সংখ্যা এবং প্রভাব বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য।

৫) *ধনী কৃষক:* গ্রামীণ সমাজে ধনী কৃষকের সংখ্যা হাতেগোনা। তবে তারা প্রভাবশালী। যে কৃষকের নিজের পর্যাপ্ত জমি আছে যার কিছু অংশ তিনি নিজে আবাদ করেন আবার কিছু অংশ প্রান্তিক/ক্ষুদে কৃষকের মাধ্যমে বর্গা-প্রথায় আবাদ করেন। এ শ্রেণির মানুষ সমাজে যেমন প্রভাবশালী, তেমনি বিত্তশালীও। কারণ, এরা রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনেক শক্তিশালী।

৬) *অনুপস্থিত ভূমি মালিক:* নগরায়ন ও আধুনিকায়নের ফলে অনেকে শহরে বসবাস করেন। এদের কেউ চাকরি করেন, কেউবা ব্যবসা। কিন্তু উত্তরাধিকার কিংবা ক্রয়সূত্রে এদের অনেকে পর্যাপ্ত কৃষি ভূমির মালিক। বিভিন্ন পার্বণ, উৎসব কিংবা উপলক্ষে তারা গ্রামে যান এবং নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

খ) **বংশগত বা বর্ণভিত্তিক স্তরবিন্যাস:** গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে বংশগত বা বর্ণভিত্তিক স্তরবিন্যাস একসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে বর্তমানের এর প্রভাব অনেক কম। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বংশ বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী বিশেষ প্রভাব ও মর্যাদার অধিকারী। তারা অন্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। যেমন কোনো একটি অঞ্চলে 'সৈয়দ' বা 'চৌধুরী' বংশ নিজেদেরকে শ্রেয়তর বিবেচনা করতে পারে। আবার অন্য একটি অঞ্চলে 'খান' কিংবা 'শেখ' বংশের আধিপত্য দেখা যায়। হিন্দু ধর্মে চতুর্বণ প্রথা তাদের পেশা ও মর্যাদা নির্ধারণ করে দেয়। বংশ, বর্ণ কিংবা জ্ঞাতিগোষ্ঠী মানুষকে বিভিন্ন স্তরে বিভাজিত করে, পরস্পরের মধ্যে অসমতা তৈরি হয়। ফলে বিয়েসহ যেকোনো সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

গ) **ধর্মভিত্তিক স্তরবিন্যাস:** বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাশাপাশি এখানে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের মানুষও বসবাস করে। ধর্মীয় পরিচয় মানুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। মুসলমান-হিন্দু, আশরাফ-আতরাফ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইত্যাদি বিভাজন তৈরি হয় ধর্মের ভিত্তিতে। অনেক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্ম এখনো মানুষের সামাজিক স্তরায়নে প্রভাব বিস্তার করে।

ঘ) **শিক্ষা ও পেশাভিত্তিক স্তরবিন্যাস:** শিক্ষা এবং কৃষি বহির্ভুত পেশা গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসে এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রামে এখন নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত, শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণি-পেশার জনগোষ্ঠী বিদ্যমান। শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণির অনেকে কৃষি বহির্ভুত পেশায় নিয়োজিত। বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী পেশার কে কেউ কখনো কখনো সাধারণ মানুষের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করেন। সুতরাং গ্রামের সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যতম ধরন হিসেবে শিক্ষা এবং পেশা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ) **ক্ষমতা, রাজনীতি ও সম্পদভিত্তিক স্তরবিন্যাস:** শিক্ষা ও পেশার পাশাপাশি ক্ষমতা, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, এবং ধন-সম্পদ গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যিনি অনেক অর্থ-বিত্তের মালিক তিনি গ্রামের সবার উপর কর্তৃত্ব খাটাতে পারেন। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা, জনপ্রতিনিধি এবং তাদের নিকটাত্মীয়রা বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রদান করে। সুতরাং ক্ষমতা, রাজনীতি ও ধন-সম্পদ গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের উপাদানসমূহ

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন উপাদান এখানে তুলে ধরা হলো:

১) **কৃষিজমি:** কৃষি জমির মালিকানার ভিত্তিতে গ্রামীণ সমাজে স্তরবিন্যাস তৈরি হয়। ভূমিহীন, প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদে কৃষক, মাঝারি কৃষক এবং বড় কৃষক গ্রামের প্রধান প্রধান শ্রেণি যার মূলে রয়েছে ভূমির মালিকানা।

২) **জ্ঞাতিগোষ্ঠী:** বংশ, বর্ণ বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী গ্রামীণ সমাজে স্তরবিন্যাস তৈরি করে। সম্ভ্রান্ত এবং ঐতিহ্যবাহী বংশ, যেমন-হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য, শূদ্র মূলত বংশগত বিভাজন।

৩) **ধর্ম:** ধর্মের ভিত্তিতেও গ্রামীণ সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস তৈরি হয়। যেমন মুসলিম সমাজে আশরাফ ও আতরাফ অন্যদিকে হিন্দু সমাজে রয়েছে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইত্যাদি।

৪) **শিক্ষা:** গ্রামে নিরক্ষর, স্বল্প শিক্ষিত, শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যে শ্রেণি এবং মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং গ্রামীণ সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে শিক্ষা।

৫) **সম্পদ ও অর্থবিত্ত:** সম্পদ এবং অর্থবিত্ত গ্রামীণ সামাজিক স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এর মাধ্যমে সমাজে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণি গঠিত হয়।

৬) **পেশা:** গ্রামের সনাতন পেশা হচ্ছে কৃষি। নগদ অর্থ উপার্জন, সামাজিক সম্মান ও ক্ষমতা কৃষি বহির্ভুত পেশাকে ক্রমশ জনপ্রিয় করেছে। পেশাগত ক্ষমতা, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা গ্রামের সামাজিক স্তরবিন্যাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৭) **ক্ষমতা, রাজনীতি:** ক্ষমতাসীন রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমাজে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। ক্ষমতা এবং রাজনীতি সমাজে ক্ষমতাশালী এবং ক্ষমতাহীন শ্রেণি তৈরি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের ধরনসমূহ চিহ্নিত করুন। সময়: ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

স্তরবিন্যাস সমাজের একটি চিরন্তন বিষয়। নানা উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের মানুষের মধ্যে অসমতা তৈরি হয়। এর থেকে তৈরি হয় সামাজিক স্তরবিন্যাস। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভূমি, অর্থ-সম্পত্তি, পেশা, বংশ মর্যাদা ইত্যাদি ধরন এবং উপাদানগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "স্তরবিন্যাস হচ্ছে সর্বজনীন, চিরন্তন" – কে বলেছেন?
(ক) ম্যাকাইভার (খ) কার্ল মার্কস
(গ) ডেভিস ও মুর (ঘ) হার্বার্ট স্পেনসার

২। হিন্দু সমাজে প্রধানত কয়টি বর্ণ রয়েছে?
(ক) দু'টি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

পাঠ-৬.৩ গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামো
Power Structure of Rural Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ক্ষমতা কাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	ক্ষমতা কাঠামো, ভূমি মালিকানা, বংশ মর্যাদা ও জ্ঞাতি সম্পর্ক, শিক্ষা, পেশা, রাজনৈতিক প্রভাব, ডিলারশিপ।

ক্ষমতা হচ্ছে এক প্রকার শক্তি, যার মাধ্যমে অন্যের সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা, মতামত, এমনকি আচার-আচরণকে প্রভাবিত করা যায়। অন্যের উপর নিজের সিদ্ধান্ত, ইচ্ছা বা মতামতকে চাপিয়ে দেয়ার সামর্থ্যই ক্ষমতা। আর ক্ষমতা কাঠামো হচ্ছে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া বা কাঠামোর মধ্য দিয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় তাকে ক্ষমতা কাঠামো (Power structure) বলে।

গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো

গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা প্রয়োগের যে শ্রেণি কাঠামো এবং ব্যবস্থা বিদ্যমান তাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো বলে। ড. আতিউর রহমান তাঁর *'বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম'* গ্রন্থে ক্ষমতা কাঠামো সম্পর্কে বলেছেন, "শ্রেণিসমূহের অবস্থান, পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এদের ভূমিকা ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ সমাজে সামাজিক শক্তিসমূহ যে কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় তাকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো বলা যেতে পারে।"

গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় কারা প্রভাব ও কর্তৃত্ব স্থাপন করে, কিভাবে এ কর্তৃত্ব বিকশিত হয়– এসব মিলিয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো তৈরি হয়। ক্ষমতার যেসব উপাদান উল্লিখিত বিষয়গুলো নির্ধারণ করে সেসব উপাদানের সমন্বয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

গ্রামীণ ক্ষমতার ব্যবহার, প্রয়োগ এবং বিকাশ হয় মূলত গ্রামীণ শ্রেণি কাঠামোর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে এলিট শ্রেণি ক্ষমতার চর্চা করেন। সাধারণ মানুষের উপর ক্ষমতার প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ ক্ষমতা কাঠামো বিন্যাসে এক শ্রেণি নিয়ন্ত্রক বা শাসকের ভূমিকা পালন করেন, অন্য শ্রেণি নিয়ন্ত্রিত বা শাসিত হয়। গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতার চর্চা ও প্রয়োগকে কেন্দ্র করেই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো গড়ে ওঠে।

গ্রামীণ ক্ষমতার উপাদান

সাধারণত গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় যেসব শক্তি বা উপকরণ ব্যক্তিবিশেষকে ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে সেগুলোকে গ্রামীণ ক্ষমতার উপাদান বলে। গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে ভূমি হচ্ছে ক্ষমতা কাঠামোর মূল ভিত্তি। তবে একবিংশ শতকে ভূমি ছাড়াও নগদ অর্থ, শিক্ষা, পেশা, ক্ষমতাসীন রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর প্রভাবশালী উপাদান হিসেবে বিবেচিত। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, অর্থনৈতিক শক্তিই ক্ষমতার কাঠামোর প্রধান নিয়ামক। সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানেও পরিবর্তন এসেছে। এখানে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তিত উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ক) **ষাটের দশক:** ষাটের দশকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা, ধর্ম, জনপ্রতিনিধিত্ব, বংশ মর্যাদা, জ্ঞাতিত্ব ও বর্ণপ্রথা, জীবনযাত্রার মান, সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এছাড়া মূল্যবোধ, প্রথা, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। ওঝা, ফকির, পির-মাশায়েখদেরও সমাজের উপর কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত হতো।

খ) **সত্তরের দশক:** সত্তরের দশকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় বংশ মর্যাদা ও জ্ঞাতি সম্পর্ক, কৃষি উন্নয়নে আধুনিক উপকরণ যেমন সেচযন্ত্রের মালিকানা, সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদির ডিলারশীপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়া ভূমির মালিকানা, শহরের সাথে যোগাযোগ, ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্টতা, চর দখলের ক্ষমতা ইত্যাদি গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদান হিসাবে বিবেচিত।

গ) **আশির দশক :** আশির দশকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদান হিসেবে বংশ মর্যাদা, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রভাব, ভূমি মালিকানা, স্থানীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্টতা, সমবায় সমিতি, পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে সম্পর্ক, ডিলারশিপ, চাকরি এবং রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ও তার পরিবার, ব্যবসায়ী, আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তিবর্গ, ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, দালাল প্রমুখ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর অপরিহার্য উপাদান। তবে পূর্ব থেকে প্রচলিত মহাজন, সুদের কারবারি, টাউট এবং মাতব্বরদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এনজিও কর্মী, ফতোয়াবাজ শ্রেণির লোকেরাও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠোমোয় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রবীণ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এখনো সমীহের পাত্র হিসেবে বিবেচিত।

আশির দশকের পর থেকে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় কৃষি বহির্ভূত আয়, নগদ টাকা, শিক্ষা, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্টতা ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। গ্রামে অবস্থান করে শিক্ষিত মানুষের কৃষি বহির্ভুত পেশায় যুক্ত হওয়ার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসায় শিক্ষকতা, ব্যাংকে চাকরি, উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগও আগের থেকে অনেক বেশি অবারিত। শিক্ষিত পেশাজীবীরা আধুনিক গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর প্রভাবশালী গোষ্ঠী। ইমাম, মৌলভি, মাওলানা, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ প্রমুখের সামাজিক মর্যাদা, প্রভাব ও ক্ষমতা সর্বজনবিদিত। গ্রামীণ সমাজে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের পরিবার এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিশেষ সম্মান এবং প্রভাব রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামের যারা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মালিক কিংবা এর ব্যবহার জানেন তারাও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় স্থান করে নিয়েছেন। কেউ পর্যাপ্ত তথ্য দিতে পারলেও মানুষ তাকে গুরুত্ব দেয়। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলের মালিকদের প্রভাবশালী মনে করা হয়। যুব সমাজও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ড. আতিউর রহমান তাঁর 'বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম' নামক গ্রন্থে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর স্বাধীন ও অধীন চলকের ভিত্তিতে মোট ১৯টি উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে: ১। ভূমির মালিকানা; ২। অর্থনৈতিক শক্তি; ৩। সমাজে নেতৃত্ব; ৪। বংশ মর্যাদা ও নেতৃত্ব; ৫। বৃহৎ জ্ঞাতি গোষ্ঠীর নেতৃত্ব; ৬। ব্যক্তিগত গুণাবলি; ৭। রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক; ৮। রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক; ৯। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিত্ব; ১০। শহরের সাথে যোগাযোগ; ১১। সমবায় সমিতি / (এন. জি. ও.); ১২। গ্রামীণ কর্মসংস্থানগুলোর নেতৃত্ব; ১৩। জনগণের অংশ বিশেষের নেতৃত্ব; ১৪। আধুনিক প্রযুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ; ১৫। অর্থঋণ প্রদান; ১৬। চাকরি; ১৭। শিক্ষা; ১৮। সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষমতা এবং ১৯। জনগণের সমষ্টিবদ্ধতা।

বস্তুত, এই ১৯টি উপাদানই গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতার মূল ভিত্তি। তবে এ উপাদানগুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে সমৃদ্ধ এবং একইসাথে পরিবর্তনশীল করেছে। এর মধ্যে ভূমির মালিকানা মালিকানা প্রায় সব সময়ই মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। যদিও সম্প্রতি জমি ছাড়াও নগদ অর্থ, ক্ষমতাশালী চাকরি ইত্যাদি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানগুলো চিহ্নিত করুন। সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজ যেমন পরিবর্তনশীল, তেমনি সমাজের ক্ষমতা নির্ধারণকারী উপাদানেরও পরিবর্তন ঘটে। ষাট, সত্তর এবং আশির দশকের সাথে আজকের ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানে পার্থক্য রয়েছে। তবে কিছু উপাদান আছে চিরন্তন, যেমন ভূমির মালিকানা, অর্থবিত্ত ইত্যাদি। আবার আধুনিক ক্ষমতা কাঠামোয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মত নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে যা সমাজ কাঠামোকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। "বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম" গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) ড. আতিউর রহমান (খ) আকবর আলি খান
(গ) থিওডর শানিন (ঘ) ড. ইকবাল হুসাইন

২। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সত্তরের দশকের প্রভাবশালী উপাদান কোনটি?
(ক) শিক্ষা ও পেশা (খ) ব্যাংকিং ব্যবস্থা
(গ) আই.সি.টি'র সক্ষমতা (ঘ) বংশ মর্যাদা ও জ্ঞাতিত্ব

৩। ড. আতিউর রহমান স্বাধীন চলক এবং অধীন চলকের সমন্বয়ে গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর কতটি উপাদানের কথা বলেছেন?
(ক) ১০টি (খ) ১৫টি
(গ) ১৯টি (ঘ) ২৬টি

৪। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করতে পারেন–
(i) ভূমি মালিক (ii) শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা (iii) টাউট, দালাল, চর দখলকারী
সঠিক উত্তর কোনটি?
(ক) i (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৪ বাংলাদেশের নগর সমাজ
Urban Society of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নগর সমাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- নগর সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	নগর, নগর সমাজ, জনসংখ্যা, কৃষিবহির্ভুত পেশা, আধুনিক সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য।

সাধরণত নগর বলতে বুঝায় একটি ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ যেখানে কৃষিবহির্ভুত পেশার আধিক্য রয়েছে। আধনিক সভ্য সমাজের অনিবার্য এবং অপরিহার্য জনপদ হচ্ছে নগর। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, তীর্থস্থানকে ঘিরে বিশ্বের অনেক প্রাচীন শহর বা নগর গড়ে উঠেছিল। তবে আধুনিক নগর সমাজে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প ও প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, উন্নত ও প্রায়োগিক শিক্ষা ব্যবস্থা, বিলাসবহুল বাসস্থান পরিলক্ষিত হয়।

নগর এবং নগর সমাজ

'নগর' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে Urban, City, Town ইত্যাদি প্রচলিত। পাকা ভবন, প্রশস্ত পাকা রাস্তা, মানুষের কোলাহল, যন্ত্র নির্ভর গতিশীল জীবন নিয়ে গড়ে উঠে নগর। কোনো জনপদকে নগর, শহর বা পৌর অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে সেখানে উচ্চমাত্রার জনসংখ্যা এবং কৃষি বহির্ভুত পেশার আধিক্য থাকতে হয়। সমাজবিজ্ঞানী Dr. William Munro বলেছেন, বিপুল জনগোষ্ঠী, স্বল্প পরিসরের মধ্যে অসংখ্য বাসস্থান, স্বায়ত্তসাশিত পৌর কর্তৃপক্ষ, নানাবিধ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং জীবিকার তাগিদে ছুটে চলা মানুষের ব্যস্ত জীবন নিয়ে গড়ে ওঠে নগর সমাজ।

Louis Wirth এর মতে, নগর হল সামাজিক দিক হতে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ মানুষের তুলনামূলকভাবে বড়, ঘন এবং স্থায়ী বাসস্থানের অঞ্চল। Alvin Boskoff নগর সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে: ক) শিল্প-বাণিজ্য এবং বৃত্তি সম্পর্কীয় অকৃষি পেশার আধিক্য, খ) নিয়মতান্ত্রিক শ্রমবিভাজন, গ) জনসখ্যার অত্যধিক ঘনত্ব এবং ঘ) জ্ঞাতি সম্পর্কের বন্ধনহীন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ।

নগর সমাজের সাথে জনবসতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তবে একটি নির্দিষ্ট জনপদে ঠিক কত মানুষ বসবাস করলে তাকে 'নগর' বলা হবে দেশ ও অঞ্চলভেদে এর তারতম্য রয়েছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে একটি অঞ্চলে ২৫০০ মানুষ বসবাস করলে তাকে শহর বলা যায়। গ্রিস ও স্পেনে কোনো অঞ্চলকে শহর হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে সেখানে ১০ হাজার মানুষের বসবাস থাকতে হবে। বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে শহর (পৌরসভা) হতে হলে পৌরসভা আইন ২০০৯ অনুযায়ী নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করতে হয়:

ক) মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশকে অকৃষি পেশায় সম্পৃক্ত থাকতে হবে;
খ) ৩৩ শতাংশ অকৃষি ভূমি থাকতে হবে;
গ) মোট জনসংখ্যা হতে হবে ৫০ হাজার এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ন্যূনতম ১৫০০ মানুষের বসবাস থাকতে হবে।

সুতরাং নগর হচ্ছে স্বল্প পরিসরে বিপুলসংখ্যক অকৃষি পেশার মানুষের স্থায়ী বসবাসের স্থান। ব্যাপক ঘনত্বের এ বিশাল জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা, পারস্পরিক সম্পর্ক, উৎপাদন ব্যবস্থা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নগর সমাজ।

নগর সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান

নগর সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং উপাদানকে পৃথক করা মুশকিল। বস্তুত যার মাধ্যমে নগর সমাজকে চিহ্নিত করা যায় সেগুলোই যুগপৎভাবে নগর সমাজের বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান। এ দু'এর সমন্বয়ে নিম্নে নগর সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১) **নির্দিষ্ট এলাকা:** প্রতিটি শহরই একটি নির্দিষ্ট পরিসরে গড়ে ওঠে। শহর, নগর বা পৌর এলাকার একটি নির্দিষ্ট সীমানা (Boundary) থাকে।

২) **বিপুল জনসংখ্যা এবং উচ্চ ঘনত্বের জনবসতিঃ** শহর বা নগর হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বিপুলসংখ্যক মানুষের বসবাস। সেখানে জনসংখ্যার ঘনত্বও অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে শহর বা পৌর এলাকা হতে হলে সেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কমপক্ষে ১৫০০ জন করে মোট ৫০ হাজার বা তারচেয়ে অধিক মানুষ বসবাস করতে হয়।

৩) **কৃষি বহির্ভুত পেশা এবং অকৃষি ভূমির প্রাধান্যঃ** নগর বা পৌর এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষি বহির্ভুত পেশায় নিয়োজিত। মোট জমির এক তৃতীয়াংশ অকৃষি খাতে ব্যবহৃত হতে হবে।

৪) **শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমের আধিক্যঃ** নগরে কৃষি বহির্ভুত পেশা হিসেবে শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের আধিক্য রয়েছে।

৫) **শিক্ষা, চিকিৎসাসহ নানাবিধ নাগরিক সুবিধাঃ** শহরাঞ্চলে মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এবং বিশেষায়িত উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। চিকিৎসাসেবাসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধাও মানুষের হাতের নাগালে থাকে।

৬) **সুবিন্যস্ত শ্রম বিভাজনঃ** নগর সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় সুবিন্যস্ত শ্রম বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের কারণে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শ্রম বিভাজনের প্রতিফলন ঘটে।

৭) **পাকা ভবন, পাকা রাস্তা-ঘাট এবং পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থাঃ** বাহ্যিকভাবে শহর চেনার প্রথম ও প্রধান উপায় হচ্ছে এর অবকাঠামো। সুউচ্চ পাকা ভবন, পাকা ও প্রশস্ত রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা শহরে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও বৈশিষ্ট্য।

৮) **বিদ্যুৎ এবং যন্ত্রের উপর নির্ভরশীলতাঃ** নগর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিদ্যুৎ এবং প্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক উপকরণের উপর নির্ভরশীলতা। টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান, এসি, ওভেন, গাড়ি, কম্পিউটার সবকিছু নগর জীবনের জন্য অপরিহার্য।

৯) **শিথিল সামাজিক সম্পর্কঃ** নগর সমাজে মানুষের জ্ঞাতি সম্পর্ক খুব শিথিল থাকে। এখানে নানা জায়গার , নানা পেশার, নানা বর্ণের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করে। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কারো উপর খুব বেশি নির্ভরশীল নয়। পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতাও কম। ফলে সেখানে পরস্পরের সামাজিক সম্পর্কও খুব শিথিল।

১০) **উন্নত, গতিশীল ও নিরাপদ জীবনযাপনঃ** নগর সমাজের অধিবাসীরা গ্রামের তুলনায় উন্নত, গতিশীল ও নিরাপদ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাদের পেশা, পারিবারিক জীবন, জীবনমান, কর্মকাণ্ড ইত্যাদি উন্নত, আধুনিক এবং গতিশীল।

১১) **বস্তি সমস্যাঃ** নগর জীবনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো বস্তি সমস্যা। নানা কারণে গ্রাম থেকে আসা স্বল্প আয়ের মানুষেরা শহরের পরিত্যাক্ত কিংবা অব্যবহৃত জায়গায় অপরিকল্পিতভাবে বসতি গড়ে তোলে। শহরের দিনমজুর, নির্মাণশ্রমিক, পোশাক শ্রমিক, গৃহকর্মী, রিক্সাচালকদের অধিকাংশ বস্তিতে বসবাস করে।

১২) **আধুনিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলঃ** গ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক চর্চার বিপরীতে শহরে আধুনিক এবং ভিনদেশি সংস্কৃতির চর্চা ও আধিক্য বেশি। বিনোদন, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যভ্যাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক সংস্কৃতির চর্চা পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বাংলাদেশের নগর সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করুন। সময়ঃ ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার এক অনিবার্য বাস্তবতা নগর জীবন। কৃষিবহির্ভুত পেশার বিপুল জনগোষ্ঠী শহরের সীমিত পরিসরে বসবাস করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্যাস, বিদ্যুৎ, যন্ত্রপাতিসহ নানা নাগরিক সুবিধা নগর জীবনকে স্বাতন্ত্র্য দান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৌরসভা আইন ২০০৯ অনুযায়ী শহরের কত ভাগ মানুষ কৃষি বহির্ভুত পেশায় নিয়োজিত থাকবে?
(ক) এক চতুর্থাংশ (খ) তিন চতুর্থাংশ (গ) এক তৃতীয়াংশ (ঘ) দুই তৃতীয়াংশ

২। শহরাঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ন্যূনতম কত মানুষ বাস করে?
(ক) ১০০০ জন (খ) ১২০০ জন (গ) ১৫০০ জন (ঘ) ১৮০০ জন

পাঠ-৬.৫ নগর সমাজের স্তরবিন্যাস ও ক্ষমতাকাঠামো
Stratification and Power Structure of Urban Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নগর সমাজের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামো বিশ্লেষণ করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	স্তরবিন্যাস, ক্ষমতা কাঠামো, মালিকানা, পেশা, রাজনীতি, নেতৃত্ব, শিক্ষা, বসবাসের এলাকা।

বর্তমান ইউনিটের পাঠ ৬.২ এ গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মৌলিক ধারণাও ব্যক্ত করা হয়েছে। সাধারণত সামাজিক স্তরবিন্যাস হচ্ছে সমাজের মানুষ পেশা, শিক্ষা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ইত্যাদিও উঁচু-নিচু বিন্যাস বা বিভক্তি। বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাগত উপাদানের ভিত্তিতে সমাজের কিছু মানুষ অপেক্ষাকৃত উঁচু শ্রেণিতে অবস্থান কওে; আবার কিছু মানুষ অপেক্ষাকৃত নিচু শ্রেণিতে অবস্থান করে। সমাজস্থ মানুষের উঁচু-নিচু শ্রেণিতে অবস্থান করাই সামাজিক স্তরবিন্যাস।

নগর সমাজের স্তরবিন্যাস

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রধান চারটি ধরন হচ্ছে ১) দাসপ্রথা, ২) এস্টেট, ৩) বর্ণপ্রথা এবং ৪) সামাজিক শ্রেণি। বর্তমান নগর সমাজে দাসপ্রথা এবং এস্টেট ব্যবস্থা নেই। বর্ণপ্রথা মূলত হিন্দু সমাজ কাঠামোতে বিদ্যমান। গ্রামে বসবাসকারী হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা যতটা বর্ণপ্রথা মেনে চলেন সে তুলনায় শহরের বর্ণপ্রথা কিছুটা শিথিল। শহরে বসবাসকারী হিন্দু ধর্মের অনেকেই বর্ণপ্রথা পরিহার করেন। নগর সমাজের স্তরবিন্যাসে সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরন হচ্ছে সামাজিক শ্রেণি। নানা উপাদানের ভিত্তিতে নগর সমাজের মানুষের মধ্যে শ্রেণি বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। এখানে নগর সমাজের শ্রেণিভিত্তিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১) **পেশাভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস:** শহরে কৃষিবহির্ভুত নানা পেশার মানুষ বসবাস করে। তাদের মধ্যে ক্ষমতা, মর্যাদা এবং শ্রেণিগত ভেদাভেদ রয়েছে। যেমন ক) উচ্চপদস্থ (ক্ষমতাশালী) সরকারি কর্মকর্তা এবং তাদেও অধীনস্ত সাধারণ সরকারি কর্মচারি; খ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক বনাম সাধারণ কর্মচারি গ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বনাম শ্রমিক শ্রেণি।

২) **বাসস্থানের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস:** বসবাসের ভিত্তিতে শহরের মানুষকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়া। চাকরির সুবাদে অনেকে সরকারি বাসায় থাকেন। এরাও একটি বিশেষ শ্রেণি। শহরে অনেক ছিন্নমূল মানুষও রয়েছে যারা বস্তিতেও ঠাঁই না পেয়ে ফুটপাথ, স্টেশন, রেললাইন প্রভৃতি স্থানে (ভাসমান) রাত্রি যাপন করে। বাসস্থানের ভিত্তিতে এরা শহরের নিম্নবর্গের মানুষ।

৩) **বসবাসের এলাকার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস:** শহরে কিছু অভিজাত এলাকা রয়েছে। যেমন ঢাকা শহরের গুলশান, বারিধারা, বনানী, ধানমণ্ডি এলাকায় বসবাসকারীরা নিজেদেরকে অভিজাত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণির বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু যারা বস্তি, ঘিঞ্জি এবং অনুন্নত এলাকায় বসবাস করেন তাদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ।

৪) **শিক্ষার ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস:** শিক্ষার ভিত্তিতে শহরে নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত, শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির মানুষ পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার ফলে তাদের পেশা এবং সামাজিক মর্যাদাও পৃথক হয়ে থাকে।

৫) **আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস:** অর্থবিত্ত, সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান ইত্যাদির ভিত্তিতে শহরে উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন এবং ভিক্ষুক ও ভবঘুরে শ্রেণির উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। সামাজিক সম্মান, মর্যাদা ও ক্ষমতার ভিত্তিতে এ শ্রেণিগুলোর দৃশ্যমান অবস্থান সর্বজনবিদিত।

নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামো

ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানের সাথে নগর সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন উপাদানের সাদৃশ্য রয়েছে। বস্তুত প্রতিটি সমাজেই এমনকিছু উপাদান থাকে যা ওই সমাজের স্তরবিন্যাস, শ্রেণি কাঠামো এবং ক্ষমতা কাঠামো নির্ধারণ করে। নিম্নে নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান তুলে ধরা হলো।

১) **পেশাভিত্তিক ক্ষমতা:** পেশাভিত্তিক ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, যারা কর্তৃত্বের অধিকারী। প্রশাসন, পুলিশ ও বিচার বিভাগ এবং সশস্ত্র বাহিনীর উর্ধতন কর্মকর্তাগণ ক্ষমতা প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সরকারি সেবা সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাগণও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। পেশাগতভাবে সাংবাদিক এবং আইনজীবীদের প্রভাবও সমাজে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২) **মালিকানার ভিত্তিতে ক্ষমতা:** শহরে বাড়ি, গাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মালিকানা মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। এগুলোর মালিকানা একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক, তেমনি অন্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরোপের উপায়।

৩) **রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও জনপ্রতিনিধিত্ব:** রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জাতীয় এবং স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিগণও ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের অধিকারী। রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকগণও নিজ নিজ মহল্লায় অনেক প্রভাবশালী। ক্ষমতাসীন ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মী-সমর্থকগণও ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

৪) **শিক্ষার ভিত্তিতে ক্ষমতা:** অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ পেশাগত দিক থেকে ভালো অবস্থানে থাকেন। সম্মান এবং মর্যাদার দিক থেকেও তারা অগ্রগামী। সুতরাং উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ প্রায়শ ক্ষমতাশালী হয়ে থাকেন।

৫) **গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ:** নগর সমাজের ক্ষমতা চর্চা ও প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ। প্রিন্ট বা ইলেক্ট্রোনিক গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজ জনমত গঠন এবং সরকারের নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ বা ব্যক্তিবর্গ ক্ষমতার দিক থেকে যথেষ্ট প্রভাবশালী।

৬) **স্থায়ী বাসিন্দা:** শহরের বিভিন্ন মহল্লায় যারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেন তারা অন্য অনেকের তুলনায় ক্ষমতাশালী। এদের অনেকে ওই এলাকায় পর্যাপ্ত নিজস্ব ভূমি, জ্ঞাতিগোষ্ঠী রয়েছে যা তাদেরকে বিশেষভাবে ক্ষমতায়িত করে।

৭) **অর্থ-সম্পদ:** অর্থ-বিত্তের ক্ষমতা সর্বজনীন। গ্রাম বা শহর যেকোনো স্থানে যিনি পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদের মালিক তিনি ক্ষমতারও অধিকারী। 'টাকার জোরে' তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

৮) **ব্যবসায়িক নেতৃত্ব:** নগর সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বণিক সমিতি, ব্যবসায়িক সংগঠন, দোকান মালিক সমিতি যেকোনো স্তরের নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ পরিসরে যথেষ্ট প্রভাবশালী।

৯) **ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্টতা:** আত্মীয়তা কিংবা পেশাগতভাবে কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা সংগঠনের সাথে সম্পর্ক থাকলে অনেকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারেন। কোনো মন্ত্রী-এমপি'র আত্মীয়, পুলিশ-র‍্যাবের সোর্স, পাসপোর্ট অফিসের দালাল, স্থানীয় ক্লাবের নেতা প্রমুখ নগর সমাজের ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারেন।

১০) **স্থানীয় মাস্তান:** মহল্লার ত্রাস সৃষ্টিকারী মাস্তানদের সবাই সমীহ করে। যারা মাস্তানি কিংবা চাঁদাবাজী করে তাদেরকে সবাই ভয় করে। সুতরাং অনৈতিক বা অবৈধ হলেও মাস্তা এবং চাঁদাবাজরা ক্ষমতা কাঠামোর অনিবার্য অংশীদার।

শিক্ষার্থীর কাজ	**নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানগুলো চিহ্নিত করুন।** **সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ক্ষমতা হচ্ছে কর্তৃত্ব আরোপের উপায়। নানা উপাদানের মাধ্যমে কর্তৃত্ব আরোপ বা ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। নগর সমাজে পেশা, মালিকানা, রাজনীতি, নেতৃত্ব, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদি ক্ষমতা প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাসস্থানের ভিত্তিতে নগর সমাজের প্রধান দু'টি শ্রেণি (স্তর) কি কি?

(ক) মালিক-শ্রমিক (খ) আশ্রয়দাতা-আশ্রিত

(গ) উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত (ঘ) বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়া

২। নিচের কোন শ্রেণিটি নগর সমাজে অধিকতর ক্ষমতাশালী?

(ক) কৃষিজমির মালিক (খ) উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা

(গ) বড় জ্ঞাতিগোষ্ঠী (ঘ) তরুণ বেকার সমাজ

পাঠ-৬.৬ গ্রাম ও নগর সমাজের তুলনামূলক চিত্র
Comparison between Rural and Urban Society

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- গ্রামীণ ও নগর সমাজের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গ্রামীণ সমাজ, নগর সমাজ, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য, উৎপাদন ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, শিক্ষা, পেশা, নাগরিক সুবিধা।

সমাজ বিকাশের গোড়ার দিকে শুধু কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজ ক্রমশ জটিল রূপ লাভ করেছে। উৎপাদন ব্যবস্থা, রাষ্ট্র, প্রশাসন, সংস্কৃতি ইত্যাদি উপাদান নগর সমাজের গোড়াপত্তন ঘটিয়েছে। আধুনিক সামাজিক কাঠামোর অনিবার্য দু'টি উপাদান হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ এবং নগর সমাজ। গ্রামীণ সমাজ কৃষিভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতি এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারক। অন্যদিকে নগর সমাজের ভিত্তি হচ্ছে কৃষি বহির্ভুত শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা এবং আধুনিক সংস্কৃতি।

গ্রামীণ ও নগর সমাজের সাদৃশ্য

গ্রামীণ ও নগর সমাজের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও কিছু সাদৃশ্যও রয়েছে। যেমন:

১) **নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা:** গ্রামীণ ও নগর সমাজ উভয়ই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে।

২) **জনসংখ্যা:** সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে জনসংখ্যা। কম-বেশি জনসংখ্যা ব্যতীত কোনো সমাজই গড়ে উঠতে পারে না।

৩) **উৎপাদন ব্যবস্থা:** যেকোনো সমাজের নিজস্ব একটি উৎপাদন ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামীণ এবং নগর সমাজের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য।

৪) **সংস্কৃতি ও জীবন প্রণালী:** একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব এবং আবহমান সংস্কৃতি ও জীবন প্রণালীকে ঘিরে ঐ সমাজ বিকশিত হয়। গ্রামীণ এবং নগর সমাজেরও রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবন প্রণালী।

৫) **অসমতা, স্তরবিন্যাস এবং শ্রেণি ও ক্ষমতা কাঠামো:** গ্রামীণ এবং নগর উভয় সমাজে অসমতা এবং স্তরবিন্যাস রয়েছে। শ্রেণিভিত্তিক সমাজে ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব আরোপ করার মানুষ যেমন আছেন, তেমনি ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষও বিদ্যমান। উভয় সমাজেই ধন-সম্পদের মালিকানা, শিক্ষা, পেশা, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা শ্রেণি ও ক্ষমতা কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

৬) **গ্রামীণ সমাজ থেকেই নগর সমাজের উৎপত্তি:** প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল গ্রামীণ সমাজকে কেন্দ্র করে। বিকশিত হতে হতে কোনো কোনো বর্ধিষ্ণু গ্রামীণ সমাজই একসময় নগর সমাজে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং প্রতিটি নগর সমাজের আদিরূপ হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ।

৭) **একে অপরের পরিপূরক:** আজ যারা শহরে বসবাস করেন তাদের প্রায় সবারই শেকড় গ্রামে। অর্থাৎ গ্রাম থেকে আসা লোকজনই নগর সমাজকে সমৃদ্ধ করেছে। আবার নগর সমাজে বসবাসের ফলে অনেকে সনাতন চিন্তা, সংস্কার, গোঁড়ামি থেকে বের হয়ে আধুনিক, যৌক্তিক ও বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠেন। গ্রামের সাথে এসব মানুষের যোগাযোগের ফলে গ্রামীণ সমাজ এবং সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়। এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও গ্রামীণ এবং নগর সংস্কৃতি একে অপরকে প্রভাবিত করে।

গ্রামীণ ও নগর সমাজের বৈসাদৃশ্য

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও গ্রামীণ ও নগর সমাজের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য পার্থক্য বিদ্যমান। গ্রামীণ ও নগর সমাজের বৈসাদৃশ্য বাহ্যিকভাবে পরিলক্ষিত হয়, তেমনি এর তাৎপর্যগত পাথর্ক্যও নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নের ছকে গ্রামীণ ও নগর সমাজের বৈসাদৃশ্য তুলে ধারা হলো।

ক্রম#	উপাদান	গ্রামীণ সমাজ	নগর সমাজ
০১	**উৎপাদন ব্যবস্থা**	কৃষিভিত্তিক।	শিল্পোৎপাদন ও সেবাভিত্তিক।
০২	**সংস্কৃতি**	সনাতন ও ঐতিহ্যবাহী।	অগ্রসরমান ও আধুনিক।
০৩	**জনসংখ্যা**	নির্দিষ্ট জনসংখ্যার বাধ্যবাধকতা নেই। একটি গ্রামে সাধারণত এক থেকে দশ হাজার মানুষের বসবাস।	একটি জনপদকে শহর হতে হলে কমপক্ষে ৫০ হাজার মানুষ বসবাস করতে হয়। কোনো কোনো মেগাশহরে এক কোটির অধিক মানুষ বসবাস করে।
০৪	**জনসখংখ্যার ঘনত্ব**	গ্রামে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক কম।	শহরে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি।
০৫	**কৃষি ভূমি**	বসতবাড়ি ও জলাশয় ব্যতীত অধিকাংশ ভূমি কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।	শহরে কৃষি ভূমি নেই বললেই চলে।
০৬	**পেশা**	কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দিনমজুরি ও স্থানীয় পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠী।	কৃষি বহির্ভুত শিল্পোৎপাদন ও সেবাভিত্তক পেশার আধিক্য।
০৭	**শিক্ষা**	শিক্ষার হার কম, উচ্চশিক্ষিত মানুষ খুব কমই গ্রামে বসবাস করেন।	শিক্ষার হার অপেক্ষাকৃত বেশি। শহরে অনেক শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত মানুষ বসবাস করেন।
০৮	**সামাজিক গতিশীলতা**	গ্রামে সামাজিক গতিশীলতা অনেক ধীর, কম।	নগর জীবনে দ্রুত এবং অনেক বেশি সামাজিক গতিশীলতা দেখা যায়।
০৯	**প্রথা, জ্ঞাতি সম্পর্ক**	অত্যন্ত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ।	নগর জীবনে প্রথা ও জ্ঞাতি সম্পর্কের অস্তিত্ব অনেক দুর্বল ও শিথিল।
১০	**যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহার**	যন্ত্র ও প্রযুক্তির উপস্থিতি ও ব্যবহার অনেক কম।	উৎপাদন ব্যবস্থা, সেবা এবং দৈনন্দিন জীবন অনেকটাই যন্ত্র ও প্রযুক্তি নির্ভর।
১১	**অবকাঠামো**	গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ি কাঁচা, টিন, মাটি বা খড়ের তৈরি; রাস্তা–ঘাট ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা অনুন্নত।	শহরের প্রায়ই পাকা ভবন, প্রশস্ত রাস্তা–ঘাট, উন্নত অবকাঠামো এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা রয়েছে।
১২	**প্রশাসনিক ব্যবস্থা**	গ্রামীণ সমাজে স্থানীয় সরকারভিত্তিক সীমিত প্রশাসনিক কার্যক্রম দেখা যায়।	প্রশাসন ও সেবাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সদরদপ্তরগুলো প্রধানত নগরকেন্দ্রিক। নগরে এগুলোর কার্যক্রম অনেক বিস্তৃত এবং দৃশ্যমান।
১৩	**নাগরিক সুযোগ-সুবিধা**	গ্যাস, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলকভাবে কম।	গ্যাস, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশনসহ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি এবং উন্নত।
১৪	**সামাজিক নিয়ন্ত্রণ**	জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, প্রথা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হয়।	আইন এবং বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান মূখ্য ভূমিকা পালন করে।
১৫	**ক্ষমতা কাঠামো**	কৃষি জমি, বৃহৎ জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, বংশ মর্যাদা ইত্যাদি সনাতন উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষণীয়।	কর্তৃত্বপূর্ণ পেশা, শিক্ষা, নগদ অর্থ, বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা, রাজনৈতিক প্রভাব প্রভৃতি উপাদানের দৃঢ় ভূমিকা রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**গ্রামীণ ও নগর সমাজের পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত করুন।**	**সময়: ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

গ্রামীণ ও নগর সমাজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা এবং পৃথক পরিবেশ ও পরিমণ্ডল রয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কর্মকাণ্ড, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি নগর ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নগর সমাজের আদিরূপ হচ্ছে–

(ক) উপজাতীয় সমাজ (খ) গ্রাম সমাজ (গ) প্রাচীন সভ্যতা (ঘ) আদিম সমাজ

২। গ্রামীণ সমাজের সাথে নগর সমাজের দৃশ্যমান পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়–

(ক) শিক্ষায় (খ) পেশায় (গ) অবকাঠামোর ভিত্তিতে (ঘ) সংস্কৃতিতে

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ ঃ ১। খ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ ঃ ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ ঃ ১। খ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ ঃ ১। ঘ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ ঃ ১। খ ২। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। 'সমাজ কাঠামো হচ্ছে মৌল কাঠামো এবং উপরি কাঠামোর সমন্বয়' কোন ধারার অভিমত?

(ক) মার্কসবাদী (খ) ক্রিয়াবাদী

(গ) বিবর্তনবাদী (ঘ) কাঠামোবাদী

২। সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রধান ধরন কয়টি?

(ক) দুইটি (খ) তিনটি

(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বচনী প্রশ্ন

৩। নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোয় প্রভাব বিস্তার করে?

(i) শিক্ষা ও পেশা

(ii) নগদ অর্থ

(iii) বংশ মর্যাদা

সঠিক উত্তর কোনটি?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

হান্নানের দাদা ছিলেন কৃষক। খুব বেশি জমিজমা না থাকলেও বংশ মর্যাদা তাঁকে গ্রামের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল। হান্নানের দাদা তেমন লেখাপড়াও জানতে না। কিন্তু তিনি তাঁর সন্তানদের শিক্ষিত করেছিলেন। হান্নানের বাবা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পর ব্যবসা করতে শুরু করেন। ব্যবসায়ের উন্নতিতে তারা গ্রামের শীর্ষ ধনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এখনো গ্রামে হান্নানদের পরিবারই সর্বাধিক প্রভাবশালী।

১) সামাজিক স্তরবিন্যাস কী? ১

২) গ্রামীণ সমাজের স্তরবিন্যাসের উপাদান এবং ধরনগুলো কি কি? ২

৩) গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর উপাদানসমূহ কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে– আলোচনা করুন। ৩

৪) গ্রামীণ ও নগর সমাজের ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন। ৪